ভারতীয় অলংকার ও আলংকারিক
সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

PG 4th Semester

BNG 402 Unit I

ড. নীলরতন সরকার

অলংকার কী?

১. শব্দগত অর্থ ও সংজ্ঞানির্ণয়

অলম্ (সং) = সামর্থ্য। অর্থাৎ রস রীতি ধ্বনি রীতি গুণ দোষহীনতা ইত্যাদি যা-কিছু অর্থপূর্ণপদসমষ্টিকে কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে সামর্থ্যপ্রদান করে তাই অলংকার

Aurum (Gk) = সোনা, যা শরীরের আভরণ নির্মাণ করে।

অভিমত :

বামন : সৌন্দর্যই অলংকার

কুন্তক : বক্রোক্তিই অলংকার।

উৎস (১/২)

নাট্যশাস্ত্র ভারতীয় অলংকারের প্রাচীন গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হলেও অলংকারের প্রত্নসূত্র পাওয়া যাবে বিভিন্ন ভারতীয় পুরাণে।

ক-১. শিব ব্রহ্মাকে অলংকারশাস্ত্রের উপদেশ দেন। এছাড়া ইন্দ্র > কবিরহস্য, রীতি > সুবর্ণানাভ, চিত্রাঙ্গদ > যমক ইত্যাদি, শেষ > শ্লেষ, ভরত > রূপক, নন্দিকেশ্বর > রস (রাজশেখর, কাব্যমিমাংসা)

ক-২. ব্রহ্মা স্বয়ং ভরতকে নাট্যশাস্ত্রের পাঠ দেন (ভরত, নাট্যশাস্ত্র)

খ. বৈদিক সাহিত্যে (বেদ উপনিষদ) কোথাও কোথাও বিভিন্ন অলংকারের প্রয়োগ দেখা যায়, এমনকি অলংকারশাস্ত্রের আদিসূত্রও এখানেই পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে রামায়ণ মহাভারত সহ বিভিন্ন কাব্যেও অলংকারের প্রসঙ্গ সুলভ। বিশেষত অগ্নিপুরাণে।

উৎস (২/২)

গ. খ্রিপূ ৩০০-১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নাট্যশাস্ত্রের সংকলন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের ভিত্তি রচনা করে দেয়। পরবর্তীকালে দণ্ডী ভামহ বামনের রচনায় তা পুষ্ট হয়েছে। আনন্দবর্ধন, কুন্তক, অভিনবগুপ্ত, রাজশেখরব, বিশ্বনাথ, কবিকর্ণপুর, রূপগোস্বামী প্রমুখ অলংকারশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ঘ. আধুনিককালে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় ভারতীয় অলংকার সংক্রান্ত মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ প্রমুখ।

সীমানা ও বৈচিত্র্য

কাব্যের সংজ্ঞানির্ণয়

উৎসসন্ধান

কাব্যের স্বরূপসন্ধান ও প্রকারভেদ

কাব্যদোষ

কাব্যগুণ

কাব্যের সুন্দর

কাব্যের কার্যকারিতা

কাব্যের শরীর ও আত্মার সন্ধান

কবির ধর্ম

পাঠকের কর্তব্য

কয়েকটি মৌলিক ধারণা

শব্দালংকার

অর্থালংকার

বক্রোক্তি

রীতি

গুণ

ঔচিত্য

রস

ধ্বনি

অলঙ্কার-প্রয়োগ বা রসিকতার জন্য চেষ্টিত হইবেন না। স্থানে স্থানে অলঙ্কার বা ব্যাঙ্গের প্রয়োজন হয় বটে; ... অসময়ে বা শূন্য ভাণ্ডারে অলঙ্কার প্রয়োগের বা রসিকতার চেষ্টার মত কদর্য্য আর কিছুই নাই।...

সকল অলঙ্কারের শ্রেষ্ট অলঙ্কার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।

(বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন - বঙ্কিমচন্দ্র)

মূল্যায়ন

১. শুধুমাত্র প্রাচীন শাস্ত্রের দ্বারা গল্প উপন্যাস এমনকি আধুনিক কাব্যেরও বিচার সম্ভব নয়।

২. ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে সমাজ তথা অর্থনৈতিক সম্পর্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সাহিত্যালোচনায় অবহেলিত।

ভরত

- ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের আদি পুরুষ, প্রবর্তী যারতীয় আলচনা যার উল্লেখ দিয়ে শুরু হয়। ভরত প্রণীত গ্রন্থটি নাট্যশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর সময়কাল নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আধুনিক গবেষকরা মনে করেন, ভরত কোনো বিশেষ ব্যক্তির নাম নয় (ভরত কথাটির অর্থ নট বা অভিনেতা), খ্রিপূ ১০০-৩০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির দ্বারা নাট্যশাস্ত্র সংকলিত হয়েছিলো। নাট্যশাস্ত্রে মোট ৩৬ (?৩৭)-টি অধ্যায় আছে।
- আলোচ্য বিষয়
- নাটকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যাবতীয় বিষয় এখানে আলোচিত হয়েছে।
- স্থায়ীভাব ও সংশ্লিষ্ট রস সংক্রান্ত আলোচনার পথিকৃত আচার্য ভরত। রসবাদী বিচারই ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের মূল প্রস্থানবিন্দু।
- নাট্যাভিনয়ের সূত্রেই বিভাব অনুভাব সহ কয়েকটি মৌলিক ধারণার কথা বলতে পেরেছিলেন ভরত।

ভামহ

- ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র প্রথম সুসংহত ও পরিশীলিত রূপটি প্রথম পাওয়া যায় ভামহর রচনায়। তাঁর রচনাকাল সম্পর্কেও আমরা নিশ্চিত তথ্য পাই না। মনে করা তিনি পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকের মানুষ। গ্রন্থ ভণিতা থেকে জানা যায় তিনি কাশ্মীরবাসী রক্রিললালের পুত্র। তাঁর কাব্যালংকার ভামহালংকার নামেই প্রসিদ্ধ।
- আলোচ্য বিষয়
    - কাব্যশরীর
    - কাব্যালংকার
    - কাব্যদোষ
    - ন্যায়নির্ণয়
    - শব্দশুদ্ধি
- এই পাঁচটি বিষয় ছয়টি অধ্যায়ে আলোচিত।

দণ্ডী (অষ্টম শতাব্দী)

- দণ্ডীকে অনেকেই ভামহর পূর্ববর্তী বলে উল্লেখ করলেও, দণ্ডীর রচনায় ভামহের প্রভাব লক্ষ করে বিশেষজ্ঞরা তাঁকে ভামহ-পরবর্তীকালের আলংকারিক হিসেবেই রায় দিয়েছেন। মোটামুটিভাবে তাঁর সময়কাল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে।
- রচিত গ্রন্থ : *কাব্যাদর্শ*

আলোচ্য বিষয়

- ❖ কাব্যশরীর মুখ্যত রীতি
- ❖ কাব্যালংকার
- ❖ কাব্যদোষ
- ❖ কাব্যের উৎস

বামন (অষ্টম শতাব্দী)

- কাশ্মীরের আলংকারিক বামন দণ্ডীর সমসাময়িক। তাঁর সময়কাল অষ্টম শতাব্দী।
- রচনা

  কাব্যালংকার সূত্র ও *কবিপ্রিয়া* নামক একটি বৃত্তি

আলোচ্য বিষয়

- ❖ রীতি ও বক্রোক্তি
- ❖ কাব্যালংকার
- ❖ কাব্যগুণ
- ❖ কাব্যের প্রয়োজন

আনন্দবর্ধন

- সময়কাল : নবম শতাব্দী
- রচনা : ধন্যালোক
- আলোচ্য বিষয়
  - ❖ ধ্বনি
  - ❖ কাব্যের প্রকাশ
  - ❖ রূপ ও রসের সম্পর্ক

অভিনবগুপ্ত

- সময়কাল : দশম-একাদশশতাব্দী
- রচনা : লোচন (আনন্দবর্ধনের বৃত্তির টীকা

  অভিনবভারতী (নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য)
- আলোচ্য বিষয়
  - ❖ মৌলিক ধারণার অবতারণা না-করেও ভরত-আনন্দবর্ধন পাঠের নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন
  - ❖ বিশেষত অভিব্যক্তিবাদ রসবাদী ঘরানার সমৃদ্ধ সংযোজন।

কুন্তক

- রচনা

  বক্রোক্তিজীবিতম্
- আলোচ্য বিষয়
  - ❖ বক্রোক্তি
  - ❖ শব্দের তাৎপর্য

এছাড়াও আরো কয়েকজন আলংকারিকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে

নবম শতাব্দী : উদ্ভট (*কাব্যালঙ্কারসারসংগ্রহ*)

নবম-দশম : রুদ্রট (কাব্যালঙ্কার), রাজশেখর (*কাব্যমীমাংসা*)

দশম-একাদশ : ক্ষেমেন্দ্র (*ঔচিত্যবিচারচর্চা*)

ভোজরাজ(*সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*), মম্মট (*কাব্যপ্রকাশ*), রুদ্রট (*শৃঙ্গারতিলক*)

চতুর্দশ : বিশ্বনাথ কবিরাজ (সাহিত্যদর্পণ)

ষোড়শ : কবিকর্ণপূর (অলঙ্কারকৌস্তুভ)